৪৭

দৈনিক বাংলা

01 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ......

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থাঃ লেখাপড়া ব্যাহত

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা সমস্যা বিরাজ করছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

রিপোর্টার সিলেট থেকে জানায়, সিলেট সরকারী কলেজটি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত এ কলেজটি '৮৮ সালে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তর করা হয়।

কিন্তু কাগজে কলমে এটি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করা হলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, দরকারী শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগও করা হয়নি অদ্যাবধি।

বর্তমান এ কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যানুপাতে শিক্ষক খুবই কম। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া।

এছাড়া কলেজে বিশুদ্ধ পানীয় জলের এবং পরিবহন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ কলেজের বাউন্ডারী দেয়াল নেই। ফলে পরীক্ষার সময় বহিরাগতরা কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া উন্মুক্ত কলেজ ক্যাম্পাস পরিণত হয়েছে গোচারণ ভূমিতে।

পটুয়াখালী

নিজস্ব সংবাদদাতা পটুয়াখালী থেকে জানান, জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শৌচাগারের সমস্যায় ছাত্রছাত্রীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর থেকে জানা যায়, জেলার ৬টি থানায় ৫৮২টি সরকারী এবং ৪৭১টি বেসরকারী (রেজিঃ) সমেত মোট ১০৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত আদৌ কোন নলকূপ স্থাপন করা হয়নি।

পূর্বে স্থাপন করা অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপগুলো খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবে অকেজো হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এগুলো মেরামত করা হচ্ছে না।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের হিসাব মতে, প্রায় ৪শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রী বিশুদ্ধ খাবার পান পান করতে পারছে না।

অপরদিকে, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিনগুলো ব্যবহারের অযোগ্য। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ল্যাট্রিনগুলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না রাখার কারণে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ঐসব ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে তারা এখানে সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

নাটোর

নিজস্ব সংবাদদাতা নাটোর থেকে জানান, জেলার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করতে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া।

সমস্যা পীড়িত নাটোর এল এম সরকারী কলেজে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই কলেজে বর্তমানে ১ হাজার ১২৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে। শিক্ষকের সংখ্যা ৫০ জন। শিক্ষকের ৭টি পদ শূন্য। এর মধ্যে বাংলা বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক আছেন।

নাটোর সরকারী কলেজে বিজ্ঞান সামগ্রী ও বই কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ কম।

ফলে, বিজ্ঞান গবেষণাগার ও লাইব্রেরী সমৃদ্ধ নয়। কলেজ ছাত্রদের পরিবহনের জন্য সরকার একটি বাস প্রদান করেছে। কিন্তু তার হেলপার, তেল ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বাসটি চালিয়ে থাকে। কলেজটির বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল বকেয়া থাকায় লাইন কাটার নোটিশ দিয়েছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও ফল হয়নি।

ছাত্র সংসদের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় নাটোর কলেজে গত ২ বছর বার্ষিক ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ছাত্র সংসদের জন্য প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই তহবিলে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ টাকা জমা আছে।

এই কলেজে একশ' শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস আছে। কিন্তু ছাত্ররা সেখানে থাকতে চায় না। ছাত্রাবাসটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কক্ষ হতে প্রায়ই বই-পত্র, টাকা-পয়সা, জামা-কাপড় প্রভৃতি চুরি হয়। সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউ থানায় অভিযোগ করতে সাহস পায় না।

অপরদিকে জেলার বড়াইগ্রাম থানার বনপাড়া ডিগ্রী কলেজে নানা সমস্যার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

এ কলেজের খেলার মাঠ ও ছাত্রাবাস নেই। তাছাড়া কলেজ লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বইয়েরও অভাব রয়েছে।